MAY 28 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী ইউসেপের দুই শিক্ষার্থীকে গতকাল সোমবার ঢাকায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় —*ভোরের কাগজ*

জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দেওয়া দুই শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

ইউসেপের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ক্রটি ধরিয়ে দিচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী 'আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন এডুকেশনাল প্রোগ্রাম' বা ইউসেপের দুই শিক্ষার্থীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার যদি নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখে এবং বিদেশী দাতাগোষ্ঠীগুলো যদি আরো সুনির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে তবে ইউসেপের দুই শিক্ষার্থীর মতো সুবিধাবঞ্চিত অন্য শিশুরাও আন্তর্জাতিক পরিসরে যোগ্যতার স্বার্থে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

গতকাল সোমবার মিরপুর ২ নম্বর সেকশনের ইউসেপ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সম্প্রতি সমাপ্ত জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দুই শিশু রুনু আক্তার ও তৌকির আহমেদকে ক্রেস্ট প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। ইউসেপের বোর্ড অফ গভর্নেসের চেয়ারপারসন জেবা রশিদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, নির্বাহী পরিচালক ড. এম বি জামান এবং সংবর্ধিত দুই শিশু শিক্ষার্থী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইউসেপ যে পদ্ধতিতে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তুলছে, তা একদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বড়ো ক্রটিকে ধরিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে এই ক্রটি দূর করার ব্যবস্থাও জানিয়ে দিচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী ইউসেপের দুই শিশুর জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করাকে 'আন অফিসিয়াল রাষ্ট্রদূতের' মতো কাজ বলে উল্লেখ করে বলেন, ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ইউসেপ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, দাতাগোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি আমাদের দেশের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলোরও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষিত ও কর্মক্ষম করার কার্যক্রমে এগিয়ে আসা উচিত।

ইউসেপের নির্বাহী পরিচালক ড. এস বি জামান বলেন, দাতাগোষ্ঠীগুলো ইউসেপের কার্যক্রমে অর্থসহায়তা দিলেও তারা এই খাতকে সমাজকল্যাণের খাত হিসেবে চিহ্নিত করে সরকারের কাছ থেকে সহায়তা আদায়ের জন্য চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো অর্থ সহায়তা দেয়নি। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত ৩০ বছরে ইউসেপ ১ লাখ ৭ হাজার ৮৫ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শিক্ষার আওতায় এনেছে এবং ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৫০৯ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

ইউসেপের দুই শিশু শিক্ষার্থীর নির্বাচিত হওয়ার পুরো প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত উল্লেখ করে ড. জামান বলেন, ইউসেপের প্রশিক্ষণ অবহেলিত শিশুদের আর্থসামাজিকভাবে সম্পন্ন করে তুলছে। তার প্রমাণ রুনু ও তৌকিরের জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ।

সভাপতির বক্তৃতায় বোর্ড অফ গভর্নেসের চেয়ারপারসন জেবা রশিদ চৌধুরী বলেন, ইউসেপের কর্মসংস্থান সেল থেকে ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থীদের কর্মসহায়তা দেওয়া হয়। ইউসেপ এক্ষেত্রে আরো উদ্যোগ নেবে। তবে এ জন্য সরকার এবং বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর আরো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ইউসেপের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের শিক্ষার্থী রুনু আক্তার ও ই. আর. এসি বিভাগের শিক্ষার্থী এবং একুশে টেলিভিশনের মুক্তখবরের প্রতিবেদক তৌকির আহমেদ জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।